Inclusive Growth, জীতু দাস এবং অন্যান্যরা

পদ্মজা মেহতা

Inclusive Growth-কে আমরা কী বলব? এর কোন সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। কিন্তু inclusive কথাটার মানে অন্তর্গত অথবা অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আরও কিছু Growth এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। তাহলে কি, আমরা এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সন্নিহিত বিকাশ' বা অন্তর্ভুক্ত বিকাশ কথাটা ব্যবহার করতে পারি? অন্তত এর একটা মানে আমাদের জানা রইবে?

সন্নিহিত এই কারণে যে এই ধরনের বিকাশ আমাদের দেশের সব স্তরের লোকেদের (জীতু দাস সমেত) বিকাশের অন্তর্ভুক্ত করবে। সোজা কথায় এই ধরনের বিকাশের দু'টি দিক আছে। প্রথমটা বিকাশের গতি এবং দ্বিতীয়টা বিকাশের ধরন (pattern of growth)। বিকাশের ধরন সব স্তরের লোকেদের বিকাশের অন্তর্ভুক্ত করবে কিন্তু সরাসরি সংঘাত করে নয়। আগে ধারণা ছিল যে দারিদ্র্যকে সরাসরি আঘাত করে সরিয়ে ফেলতে হবে অর্থাৎ direct attack on poverty। সন্নিহিত বিকাশের ক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি জাতীয় আয় পুনরায় আবণ্টিত হবে না। কিন্তু বিকাশ সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়ে যাবে (shared growth)। কেউ বাকি রইবে না।

আমরা এখন দেখব জীতু দাসের কী উপকার হবে এই পুনরাবণ্টন এবং সন্নিহিত বিকাশ থেকে। জীতু সন্নিহিত বিকাশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে কি? কে এই জীতু দাস? জীতু দাস তফসিলি জাতির এক যুবক যে সুন্দরবনে থাকে এবং মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। আমদানী খুবই কম। আড়তদারের কাছে মধু বিক্রী ক'রে বেশি টাকা পায় না। জীতু দাসের কোন জীবনবীমা নেই, অথচ এই কাজে বিপদ খুব বেশি। একাদশ পরিকল্পনা (2002-2007) থেকে এই দ্রুত অথচ সন্নিহিত বিকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে জীতু দাসের মত মানুষেরা বিকাশের ফল ভোগ করতে পারে।

একাদশ পরিকল্পনার আগেও এই ধরনের সন্নিহিত বিকাশের কথা ভাবা হয়েছে কি? ভাবা হয়েছে, তবে এদেশে নয়, বিদেশে। যখন কোন দেশের সবগুলি অঞ্চল সমানভাবে বিকশিত হতে পারে না, তখন সামগ্রিক আঞ্চলিক সম বিকাশের জন্য এই ধরনের বিকাশের কথা ভাবা হয়। দেশের সমস্ত জায়গায় যাতে সমানভাবে বিকাশ ঘটে এবং সমস্ত অঞ্চলের

লোকেরা এর সুফল ভোগ করতে পারে এইজন্য Inclusive Growth-কে বিদেশে স্বাগত জানানো হয় (balanced regional development)।

একাদশ এবং দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতবর্ষও Inclusive Growth-কে আপন করে নিয়েছে। এই সন্নিহিত বিকাশের মুলমন্ত্র দু'টি। বিকাশকে সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া এবং দরিদ্রের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান নিরন্তর কম হতে থাকে।

অবশ্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান দূরীকরণের প্রচেষ্টা শুরু থেকেই চলছে বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে। যেমন trickle down theory এবং সরাসরি আক্রমণের (direct attack) theory। প্রথমটিতে বিশ্বাস করা হয় বিকাশ আপনিই উপর থেকে নিচের দিকে যাবে এবং কোনওরকম অতিরিক্ত প্রচেষ্টা ছাড়াই নিচের তলার মানুষদের আয় বাড়াবে এবং তাদের দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনবে। দ্বিতীয়টিতে বিশ্বাস করা হয় দারিদ্র্যকে সরাসরি আঘাত বা আক্রমণ করতে হবে। গরীবকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনার জন্য প্রচলিত আর্থিক স্থিতির উপর আঘাত করতে হবে এবং দরিদ্রকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা অথবা ঋণ দিতে হবে যাতে সে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে আসতে পারে। প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলিতে trickle down theory-র সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ষষ্ঠ পরিকল্পনা থেকে সরাসরি সংঘাত প্রক্রিয়ার সুযোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দুই ধরনের প্রচেষ্টা থেকেই দেশ খুব একটা লাভবান হয়নি। তাই এই নতুন ধারণা এসেছে আমাদের মধ্যে 'সন্নিহিত বিকাশে'র রূপ নিয়ে। এর থেকে দেশের সমস্ত স্তরের লোক বিকাশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবে এবং দারিদ্র্য কম হবে। এই নীতি দ্বারা বিকাশের লাভ সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে। গরীব জনতার জন্য আয় বাড়ানোর প্রকল্প নেওয়া হবে। যারা আগে দেশের বিকাশের আওতার বাইরে ছিল তারাও বিকাশের মধ্যে আসবে ও সমানভাবে ভাগ নেবে। এমনকি তাদের মতামতও বিকাশের জন্য সমানভাবে গ্রাহ্য হবে।

কিন্তু Inclusive Growth সময়সাপেক্ষ। এর জন্য লম্বা সময় চাই কারণ জনতার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। এবং এই কর্মসংস্থান সাময়িক নয়, sustainable হতে হবে। কর্ম সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ও পীড়িত জনতাকে সশক্ত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এই সশক্তিকরণ সময়সাপেক্ষ। অন্তর্ভুক্তিকরণকে তাই একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে যে প্রক্রিয়ায় যারা আগে বিকাশের অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাদের বিকাশের অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করবে। এবং এটি কেবলমাত্র সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে হবে না। সংস্থানিক উন্নতি ও সমাজের চিন্তাধারা পরিবর্তন আরও দু'টি দিক যার মাধ্যমে সন্নিহিত বিকাশ সম্ভব হবে। এক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সকলের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। সকলের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। বিভিন্ন ছোট ছোট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজে এক বড় পরিবর্তন আসবে। এর সঙ্গে দ্রুততর বিকাশের গতি চাই। এই দুই দিক থেকে সমানভাবে অগ্রসর হতে পারলে একদিন সর্বস্তরের মানুষ সন্নিহিত বিকাশের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সর্বোপরি এই সন্নিহিত বিকাশ যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি এটি আর্থিক দিক থেকেও

বর্ধিত resource-এর উপর নির্ভর। আর্থিক সংস্থান না হলে সন্নিহিত বিকাশ সম্ভব হবে না। এছাড়াও নানা ধরনের Logistic সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তবে সকলের মধ্যে যদি একটা মনোভাব তৈরি হয় যে সকলেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ পেতে পারে তবে এই কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। একটা সমতলের সৃষ্টি হয় যেখানে সকলেই সমান উন্নত মানের জীবন যাপনের সুযোগ পেতে পারে। ধনী ও দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে যে ব্যবধান তার একটা পরিমাপ করে সেই ব্যবধান সবচেয়ে কম করার প্রয়াস করা যেতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি প্রোগ্রাম (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme) অথবা MGNREGP এমন একটি প্রকল্প যা গ্রামীণক্ষেত্রে গরীবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুরের যতীন সরকার এক গ্রামীণ যুবক যার কোনো কর্মসংস্থান ছিল না। MGNREGP তাকে বছরে ১০০ দিনের কাজ দিয়েছে। যদিও বেতন সামান্য তবুও কিছু কাজ তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাড়াতে সুযোগ করে দিয়েছে। NREGP-র ভালো দিক, মন্দ দিক এইসব নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সেইসব বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে NREGP গ্রামীণ লোকেদের সন্নিহিত বিকাশের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রচুর সাহায্য করেছে। কেবল কর্মসংস্থান কেন, বিশেষ বিশেষ জাতির লোকেদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষার প্রসার (সর্বশিক্ষা অভিযান) এবং কর্মকুশলতার প্রসারের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়ার আদিবাসী মেয়েটি যার নাম রেণু সোরেং আজ এক ছাত্রবৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলেজে যাচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে সে শিক্ষিকা হতে পারে। এইভাবে ধীরে ধীরে অন্তর্ভুক্তিকরণ হয়ে চলেছে। এতদিন ধরে যারা বিকাশের কোনো লাভ নেওয়ার সুযোগ পায়নি তারা সবাই ধীরে ধীরে বিকাশের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে।

একাদশ পরিকল্পনা শুরু হয় এক উচ্চ হারের বিকাশের সঙ্গে। দশম পরিকল্পনার গড় বিকাশ হার ছিল ৭.৭ প্রতিশত। কিন্তু এর সুফল প্রান্তিক বর্গের মানুষের কাছে পৌঁছোয়নি। অনুসূচিত জাতি ও উপজাতি, অল্প সংখ্যক জনতা ও মহিলারা এর সুফল ভোগ করতে পারেনি। দারিদ্র্যসীমার নিচের জনতারা সামগ্রিক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দেশে দরিদ্রের সংখ্যা কম হয়েছে কিন্তু বিকাশের হারের সঙ্গে তুলনা করলে, সমান অনুপাতে কম হয়নি। গ্রামীণ ও শহরের দারিদ্র্য-র তুলনা করলে গ্রামীণ ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বেশি থেকে গেছে। ২০০৯-১০ সালে দেশে মোট ৩৫.৫ কোটি লোক (২৯.৮ প্রতিশত লোক) দারিদ্র্যরেখার নীচে থেকে গেছে। এই সংখ্যা সবচেয়ে অধিক বিহার রাজ্যে (১.৫ কোটি)। আঞ্চলিক বিকাশ কিছু ক্ষেত্রে যেমন আদিবাসী অঞ্চলে, খুবই কম থেকে গেছে। তাই একাদশ এবং দ্বাদশ পরিকল্পনায় সন্নিহিত বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একাদশ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল 'Faster and inclusive growth' অর্থাৎ দ্রুততর এবং সন্নিহিত বিকাশ। দ্বাদশ পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য রাখা হল 'Higher, sustainable and more inclusive growth', অর্থাৎ বজায় রাখা যায় এমন আরও বেশি সন্নিহিত বিকাশ। দ্বাদশ পরিকল্পনাও সন্নিহিত বিকাশের

কথা বলেছে। এর একমাত্র কারণ সন্নিহিত বিকাশ সময়সাপেক্ষ। আগেই একথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কেন এই সন্নিহিত বিকাশ সময়সাপেক্ষ। দুভাবে এই সন্নিহিত বিকাশকে আনতে হবে। প্রথমত সমগ্র জনতাকে রুজি দেবার জন্য এবং তাদের জীবনমান বাড়াবার জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের যোগাড় করতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত সামাজিক স্তরের পরিকল্পনাগুলি চালানোর জন্য আরও পুঁজি যোগাড় করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য resource বাড়ালে অন্তর্ভুক্তিকরণ বাড়বে।

দরিদ্র ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মূলধন কম থাকে। সরকার থেকে ব্যবস্থা নিয়ে তাকে সাহায্য করা গেলে তার পুঁজি বাড়বে ও সে বিকাশের অন্তর্গত হবে। একে বলা হয় 'Financial Inclusion' অথবা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। সামগ্রিক বিকাশের জন্য এই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ খুবই জরুরি। এর সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত বলা হবে।

এই অন্তর্ভুক্তিকরণ বহুমুখী। অপুষ্টি, রোগ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারি এইসবও সঙ্গে সঙ্গে দূর করা দরকার। এইসব কারণগুলির পরিমাপ করা একটু মুস্কিল। যে যে বিষয়ের পরিমাপ করলে সন্নিহিতকরণের একটা মাত্রা পাওয়া যেতে পারে সেগুলি হল: বেকারি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুস্বাস্থ্য, অপুষ্টি ইত্যাদির উন্মুলন, বেশি পরিমাণে উচ্চশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার আয়োজন, উন্নত জীবনমান (বাসস্থান, স্বচ্ছ পরিবেশ, রাস্তা, জল ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি) ইত্যাদি।

সমগ্র দেশে এইগুলির পরিসংখ্যান পাওয়া শক্ত। আরও শক্ত বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, শ্রেণী, ধর্ম ও অঞ্চলের মধ্যে এর পরিমাপ করা।

একাদশ পরিকল্পনায় বিকাশের হার ছিল কখনও বেশি, কখনও কম। ২০০৮-০৯ সালে বিকাশের হার ছিল ৬.৭ প্রতিশত, ২০১০-১১ সালে তা বেড়ে হয় ৮.৪ প্রতিশত, কিন্তু ২০১১-২০১২ সালে আবার কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৭.৩ প্রতিশত। দ্বাদশ পরিকল্পনায় বিকাশের হার আরও কম হতে চলেছে। এই অবস্থায় সন্নিহিত বিকাশ বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হবে।

অন্তর্ভুক্ত বিকাশের মূল উপায় হল সশক্তিকরণ। যারা পিছিয়ে আছে তাদের সশক্ত করতে হবে। যেমন মহিলা ও অনুসূচিত জাতি, উপজাতির সশক্তিকরণ, প্রান্তিক বর্গকে সশক্ত করতে পারলে ও তাদের mainstream-এ নিয়ে আসতে পারলে সন্নিহিত বিকাশ সম্ভব হবে। এর জন্য সমস্ত সূচনা ও অধিকার তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাদের entitlement দিতে হবে। দেশের নীতি তৈরি করার কাজে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। Public delivery system এর প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়াতে হবে। এর ভিত্তিতে তারা accountability-র উপর প্রশ্ন তুলতে পারবে। জীবিকার সংস্থান ও জীবনমানের উন্নয়ন করে দিয়ে তাদের সশক্ত করে তুলতে হবে।

এরজন্য সামাজিক স্তরে strategic intervention দরকার। তাদের মধ্যে দারিদ্র্য কম করার জন্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারি পরিকল্পনা আবশ্যক। দ্বাদশ পরিকল্পনায় এই বিষয়ে যে কার্যগুলি চলছে তা হল: NREGP (কর্মসংস্থানের জন্য), সর্বশিক্ষা

অভিযান ও অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য শিক্ষা প্রকল্প, বাসস্থানের জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনা, জীবিকার জন্য ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন, স্বাস্থ্যের জন্য ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন, গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণ ও সড়ক যোজনা (RGGVY ও PMGSY), শহরের উন্নয়নের জন্য JNNURM ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলি গরীবদের সামাজিক সুরক্ষা দেবে। তবে ফল ঠিক জায়গায় পৌঁছানোর জন্য এই প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়ণ জরুরি। এর জন্য সুচারুরূপে কাজ করতে হবে ও দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

আরও একটা কথা না বললে চলবে না। তা হল financial inclusion। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আজ আর ঐচ্ছিক (optional) নয়। এটি বাধ্যতামূলক (compulsory)। এর জন্য চাই ঋণের সুবিধা এবং বিশেষ করে Micro Financeএর সুবিধা। যে উপায়গুলির মধ্য দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ আসতে পারে সেগুলি হল গ্রামে বাজার (Market) ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কের সুবিধা এবং ঋণের সুবিধা। গ্রামের দরিদ্র লোকেদের 'বাজার' ব্যবস্থার মধ্যে আনতে পারলে তারা তাদের পণ্যের যোগ্য মূল্য পাবে ও তাদের দারিদ্র্য দূর হবে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকলে তারা তাতে উদ্বৃত্ত পয়সা রাখতে পারবে ও অসময়ে ব্যবহার করতে পারবে। ঋণের ব্যবস্থা থাকলে মহাজনের কাছে না গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবে। মহিলাদের এবং পুরুষদের ক্ষেত্রেও দল গঠন করে একসঙ্গে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অথবা Micro Finance Institution থেকে ঋণ নিলে তা শোধ করাও সহজ হবে। গ্রামীণ ঋণদানের ক্ষেত্রে National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কৃষি ঋণ সহকারী সমিতির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে গ্রামে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও ATM খুলতে পারলে financial inclusion সম্পূর্ণ হবে। অবশ্য এর সঙ্গে কীভাবে ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে হয়, এ সম্বন্ধে এবং অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কে শিক্ষার প্রয়োজন আছে (Financial literacy)।

অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য appropriate technology এবং resourceএর কথা ইদানীং উঠছে। এই appropriate technology আসলে Computer এর মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে টাকা পাঠানো। Computer technology-র উন্নয়নের ফলে আজকের দিনে বহুদূরে Computer এর মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। গ্রামের দরিদ্র ব্যক্তি সরকারের থেকে সরাসরি সাহায্য পেতে পারে সরাসরি Benefit transfer এর দ্বারা (Direct Benefit Transfer অথবা DBT)। Computer technology সরকারি অনুদান সরাসরি পাঠাতে সাহায্য করবে। এরজন্য প্রয়োজন গ্রামে ব্যাঙ্কের একটি শাখা, যাতে অনুদান গ্রহণকারীর খাতা থাকবে এবং অনুদান গ্রহণকারীর আধার কার্ড। আধার কার্ড দেখিয়ে ব্যাঙ্কে খাতা খুলতে হবে যেখানে অনুদান আসবে। কিন্তু আধার কার্ড অথবা Unique Identification Card এখনও সকলের জন্য তৈরি হয়নি। তাই DBT প্রথা মুস্কিলে পড়েছে। ঠিকঠিক টাকা Account-এ পৌঁছোচ্ছে কিনা তার track রাখাও মুস্কিল। আধার কার্ড লোকেদের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছোচ্ছে না। তাই নিয়েও বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। DBT-র মাধ্যমে টাকা পাঠানোয় রাজ্য সরকার তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে এ ধারণাও সম্পূর্ণ নয় যে DBT শেষপর্যন্ত আধার কার্ড ব্যবহার করবে

কিনা। ভবিষ্যৎই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

কিন্তু আলোচনার শেষে আমাদের পথ দেখাবে সেই জীতু দাস, রেণু সোরেং এবং যতীন সরকার।

আশ্চর্যের বিষয় যে রেণু সোরেঙের আধার কার্ড তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং ব্যাঙ্কে খাতাও খুলে গিয়েছিল। তাই HRD Ministry থেকে পাওয়া বৃত্তি সরাসরি তার ব্যাঙ্কে পৌঁছে যাচ্ছে। জীতু দাসের আধার কার্ড নেই। তাদের গ্রামে অর্ধেক লোক কার্ড পেয়েছে, বাকি অর্ধেক পায়নি। তাই সরাসরি সুবিধা তারা পাচ্ছে না। বেচারা যতীন সরকার ব্যাঙ্কে না গিয়ে সারদা স্কীমে টাকা রাখতে গেল কেন? এর অনেকগুলো কারণ ছিল। ব্যাঙ্ক বলল যতীনের আবাসিক প্রমাণ পত্র নেই, আধার কার্ড নেই। তাই তারা খাতা খুলতে পারবে না। তবে একটা ফর্ম তারা যতীনকে দিয়েছিল। ব্যাঙ্কে খাতা খোলার ফর্ম। ইংরেজিতে ভর্তি করতে হবে। যতীন ইংরেজি জানে না। কী করবে ভাবছে তখন সারদা স্কীমের এজেন্ট তার সঙ্গে দেখা করল। বলল, কোন ফর্ম ভরতে হবে না। টাকা রাখলে অনেক সুদ পাওয়া যাবে। সুদের টাকা মাসে মাসে বাড়িতে পৌঁছে যাবে। যাকে বলে ঝঞ্ঝাটহীন। এর বেশি সুবিধা আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে? যতীন সদস্য হয়ে গেল। তারপর তো টাকাও গেল।

কিন্তু কেন এমন হল? প্রথম কারণ অবশ্যই বেশি টাকা পাবার লোভ। কিন্তু আরও কারণ ছিল। যেমন ব্যাঙ্কের আধার কার্ডের ওপর জোর দেওয়া এবং বাংলা ফর্ম না রাখা। এইসব কারণ বদলানো না গেলে যতীন সরকাররা কোনোদিনই ব্যাঙ্কে খাতা খুলতে পারবে না। Included হতে পারবে না। চিরদিনই ওরা জমা পুঁজি হারাতে থাকবে। ❑